দৈনিক ইত্তেফাক

APR. 19 2002

পৃ ... কলাম ...

করা

বিতরণ

...য় পান করা;

...লকূপের পানি

পরীক্ষা করে পান

...নিক আক্রান্ত রোগীদের

ব্যবস্থা করা।

জি এম রব্বানী,
প্রচার সম্পাদক,
বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি,
সবুজ বাগ, ঢাকা-১২১৪।

শিক্ষার্থীদের উপলব্ধি স্তর ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

শিক্ষার্থী হচ্ছে তারা যারা শিক্ষা গ্রহণে নিয়োজিত রয়েছে। তারাই ভবিষ্যতে জাতির কর্ণধার। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা হচ্ছে সবচেয়ে মেধাবী। তাই তাদের উপলব্ধি-স্তরও হবে অন্যদের থেকে উন্নত এটাই স্বাভাবিক। এটাও ঠিক যে, এখানকার প্রতিটি শিক্ষার্থী দেশের প্রতিটি পরিবার, গ্রাম ও শহরের বাছাই করা শিক্ষার্থী। তাই তারা প্রতিটি গ্রাম ও শহরের প্রতিনিধি-স্বরূপ। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে তাদের মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে, তাদের শিক্ষাদানে যে-খরচ হয় তার মাত্র ১৫ থেকে বিশ ভাগের এক ভাগ তারা বেতন হিসেবে পরিশোধ করে থাকে। অবশিষ্ট টাকাটা পরিশোধ করছে সরকার। সরকারও ঠিক নয় এটা দেশের কৃষক-শ্রমিক থেকে শুরু করে দেশের আপামর জনগণ এই অর্থের যোগান দিচ্ছে। তাই শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে যথাযথভাবে অধ্যয়নের মাধ্যমে সুশিক্ষিত হয়ে দেশের জনগণের সেবা করা। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই আর একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আমাদের অধিকার নয় বরং সুযোগ। তাই এই সুযোগ যথাযথভাবে কাজে না লাগাতে পারলে আমাদের উচিত অন্যকে সুযোগ করে দেয়া। আবার দেখা যায় যে, ছাত্রদের হলে ও ক্যাম্পাসে তাদের নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত রয়েছে অনেক পুলিশ। আমাদের মতো একটি উন্নয়নশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এটি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। দেশে যেখানে প্রতি ১৩০০ লোকের জন্য রয়েছে একজন পুলিশ সেখানে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়েই নিরাপত্তার জন্য রয়েছে প্রায় শ'খানেক পুলিশ। যেখানে হিসেব অনুযায়ী দরকার মাত্র ত্রিশজনের মতো। সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োগ করা হয়েছে দেশের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে। আর পুলিশ কেন দরকার হচ্ছে? ছাত্রদেরতো কখনো বাইরের কেউ কোন ক্ষতি করছে না। এটা ছাত্রদের কারণেই দরকার হচ্ছে। কারণ হল দখল, গ্রুপ সংঘর্ষ ইত্যাদি। একজন শিক্ষার্থী যার মধ্যে থাকবে ন্যায়বোধ, সততা, নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ প্রভৃতি গুণের সমন্বয়। এদের জন্য কেন দরকার হবে পুলিশ? একজন মানুষের নিরাপত্তা দান করতে পারে ঐ ব্যক্তি যার যোগ্যতা তারচেয়ে অধিক বেশি। পুলিশ এক্ষেত্রে কতখানি যোগ্য সেটাও ভাববার বিষয়। যেখানে একজন পুলিশ জানে না হাউজ টিউটর কি বা কে? এ অবস্থার জন্য দায়ী কতিপয় ছাত্র। তাদের নৈতিক মূল্যবোধের অভাবেই এটা ঘটছে। আমাদের দেশে সন্ত্রাস রাজনীতিও তার জন্য কম দায়ী নয়। কতিপয় ছাত্রের হাতে বন্দী রয়েছে হাজার হাজার ছাত্র। হলে ডাইনিং-এ ফাও খাচ্ছে তারা। এটা পরোক্ষভাবে খাওয়াচ্ছে সাধারণ নিরীহ ছাত্ররাই। কারণ, ডাইনিং এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি খাবারের মান নিম্ন করেই সমন্বয় সাধন করছে। আর সাধারণ ছাত্ররা খারাপ খেয়ে তাদের ফাও খাওয়াচ্ছে তথা চাঁদা দিচ্ছে। এখান থেকেই কারা এই নীতি গ্রহণ করছে তাদের দ্বারা জাতি কি সেবা পাবে তা সহজেই অনুমেয়। তাই সকল শিক্ষার্থীকেই এটি উপলব্ধি করতে হবে। আবার দেখা যায় যে, কতিপয় ছাত্র টিভি দেখছে, পেপার পড়ছে— কি সুন্দর একটা পরিবেশ! অথচ ইতিমধ্যেই হাতে সিগারেট নিয়ে কোন একজন সেখানে প্রবেশ করে সুন্দর পরিবেশটাই নষ্ট করে দিচ্ছে। নিজের ক্ষতিতো করছেই পাশাপাশি অবস্থানরত অন্যদেরও ক্ষতি করছে। আমার আবেদন, এই ধরনের অভ্যেস থেকে দূরে থাকুন। টি,এস,সিকে যেমন ধূমপান মুক্ত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে তেমনি হলের টিভি রুম, পেপার রুমও ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করা উচিত। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারেন। সর্বোপরি ছাত্রদেরই এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। তা না হলে কোন পদক্ষেপই পুরোপুরি সফল হবার নয়। এজন্য সকল ছাত্রকে সচেতন হতে হবে। ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ক্যারিয়ার গঠনের এ সময়টিতেই যদি এ বিষয়গুলি উপলব্ধি করা না যায় তবে ভবিষ্যৎ হবে কুয়াশাচ্ছন্ন।

লিমন,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা।